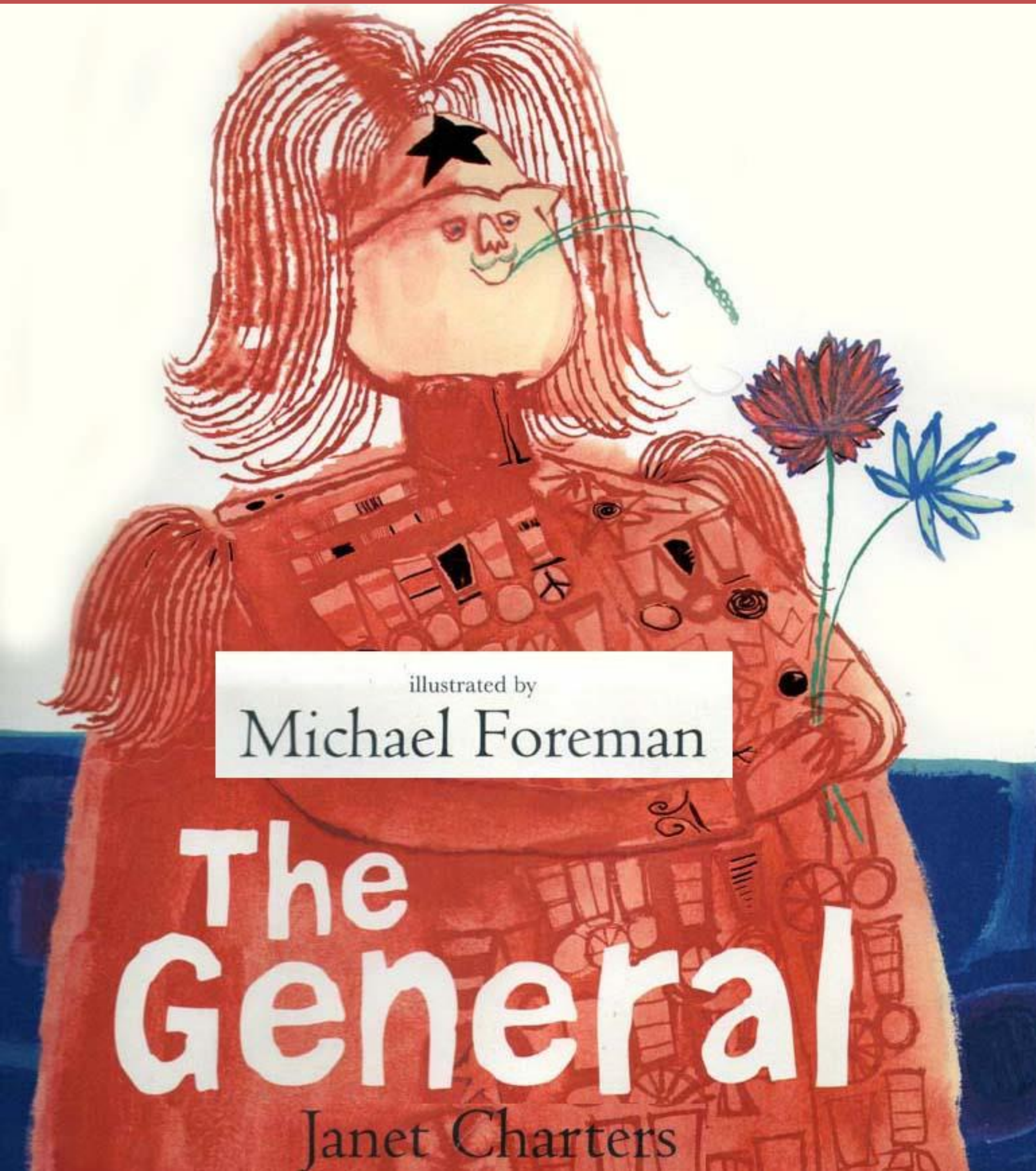
দ্যা জেনারেল

জ্যানেট চার্টার্স, ছবি: মাইকেল ফোরম্যান, বাংলা: উল্কা



দ্যা জেনারেল

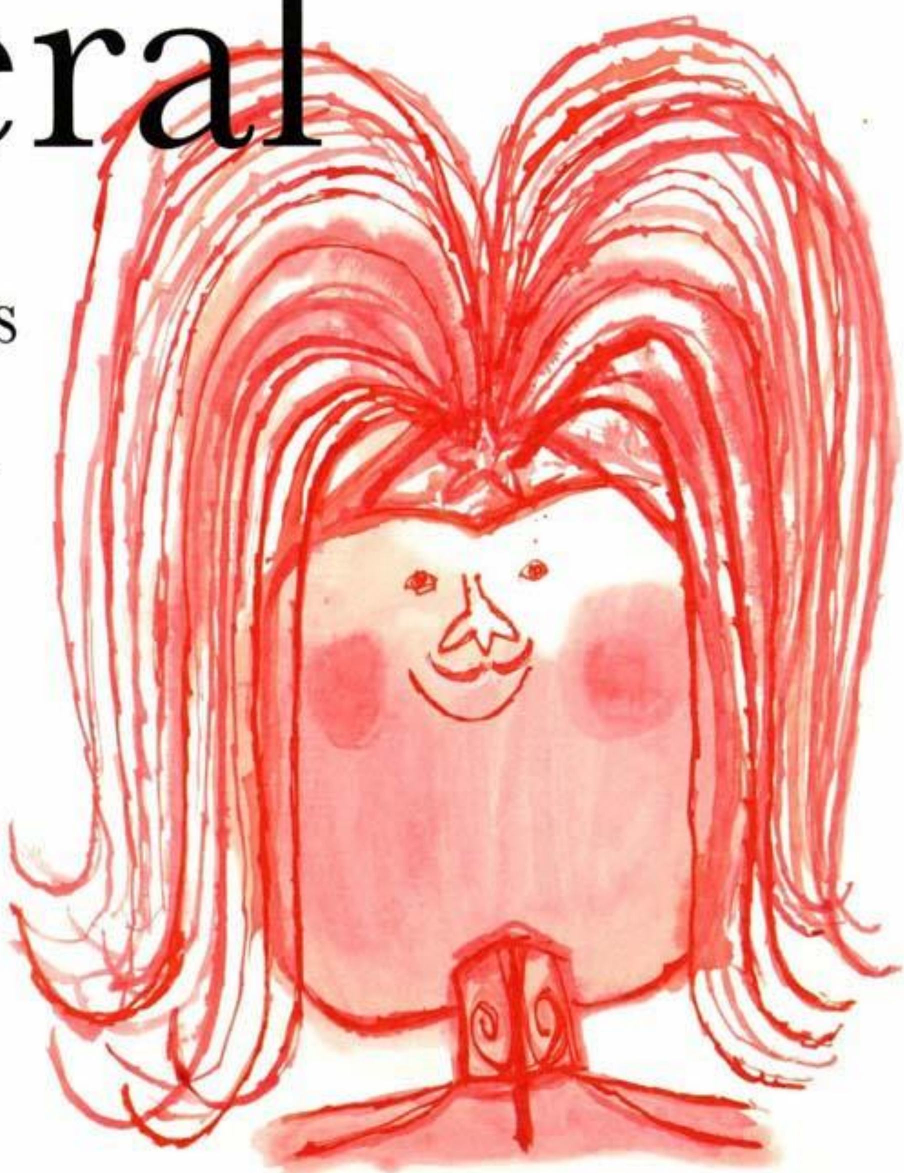
জ্যানেট চার্টার্স, ছবি: মাইকেল ফোরম্যান, বাংলা: উল্কা

General

Janet Charters

illustrated by

Michael Foreman



templar books
an imprint of Candlewick Press

এক যে ছিলেন জেনারেল।



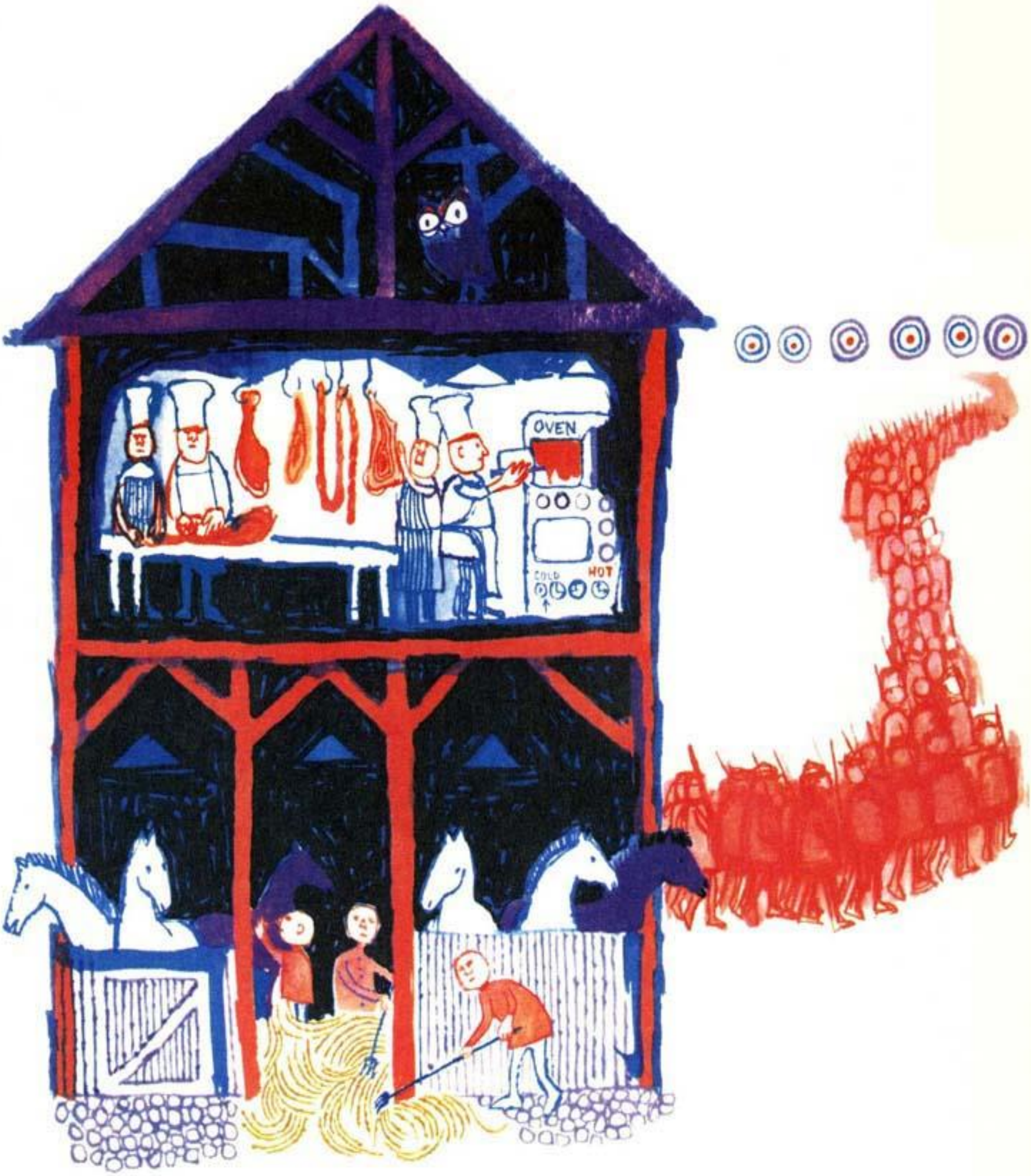




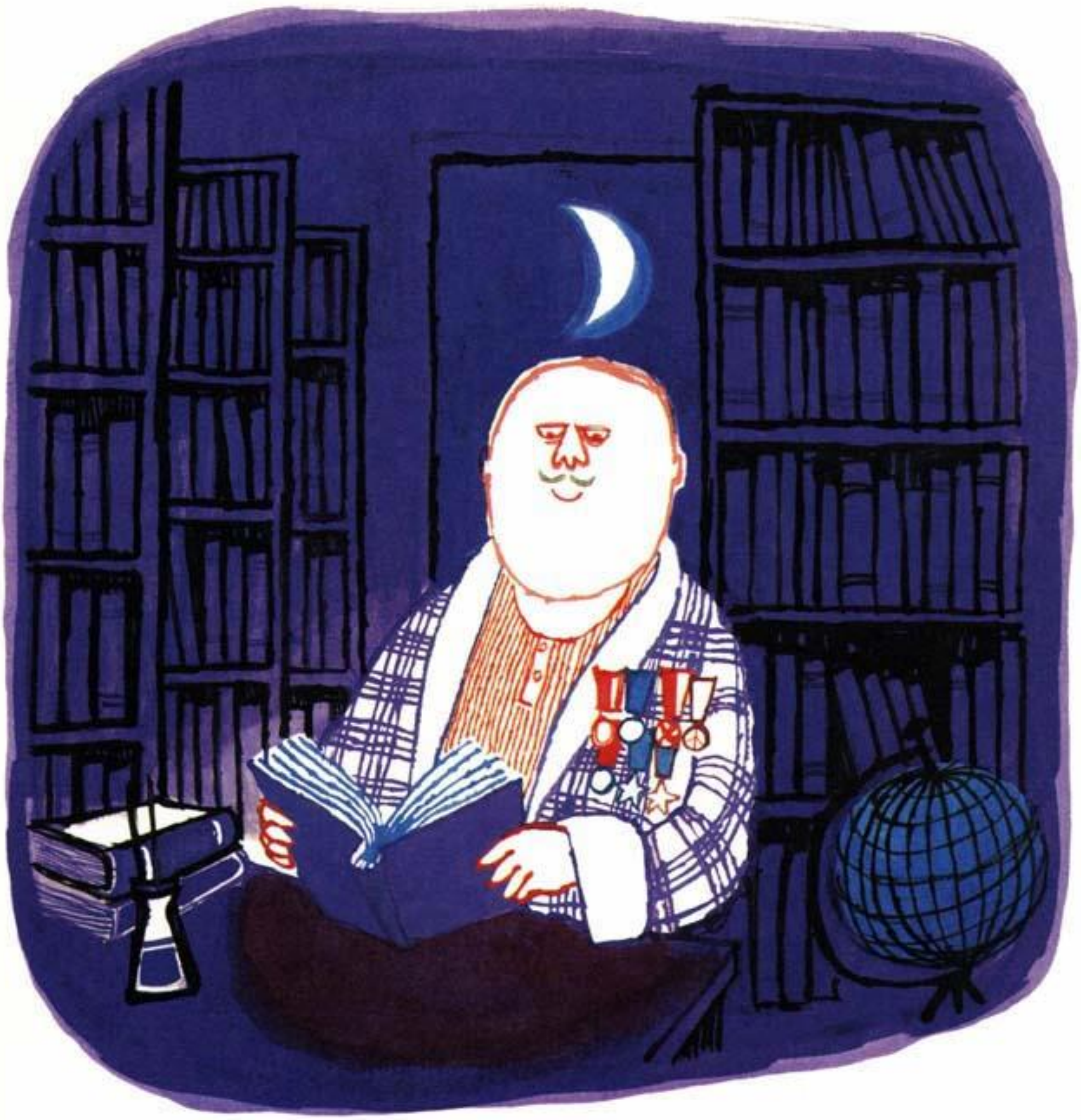
তাঁর নাম জেনারেল যোধপুর। জেনারেল সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে তিনি পৃথিবীর সব চেয়ে নামী জেনারেল হবেন আর সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জেনারেলরা তার সেনাবাহিনীর জয়জয়াকার করবে। তাই তিনি তার সৈন্যদের সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতেন। কেউ বা বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে ব্যস্ত, কেউ বা তাদের ইউনিফর্ম ইস্তিরি করতে ব্যস্ত, নয় তো তাদের মেডেল বা জুতো পালিশ করতে ব্যস্ত।



রোজ ভোরে, সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে, সৈন্যরা, ঝকঝকে ইউনিফর্ম পড়ে, ময়দানে গিয়ে কুচকাওয়াজ শুরু করতো।



সকালের প্যারেডের পরে, সৈন্যরা বিভিন্ন বিভাগে কাজ করতেন। কেউ কেউ কিচেনে রান্না করতে যেতেন, কেউ কেউ আস্তাবলে ঘোড়াদের দেখাশোনার কাজে লেগে যেতেন। অন্যান্য সেনারা চলে যেতেন বন্দুক চালানো প্রাকটিস করতে - আর অফিসার-রা তাদের তদারকি করতেন।



গভীর রাতে যখন সব নিঃঝুম, তখন জেনারেল যোধপুর অন্যান্য জেনারেলদের বিখ্যাত সব যুদ্ধ জয়ের গল্প পড়তেন। তখন তার মনে খুব ইচ্ছা হতো যে এক দিন তাঁর এবং তার সৈন্যদের কীর্তিকলাপের খুব প্রশংসা করে এই রকম একটা বই লেখা হবে।



সেদিন ছিলো রবিবার। জেনারেল তার সাদা ঘোড়ায় চড়ে, বনের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময়, একটা লাল রঙের শেয়াল হঠাৎ সামনে এসে পড়লো।

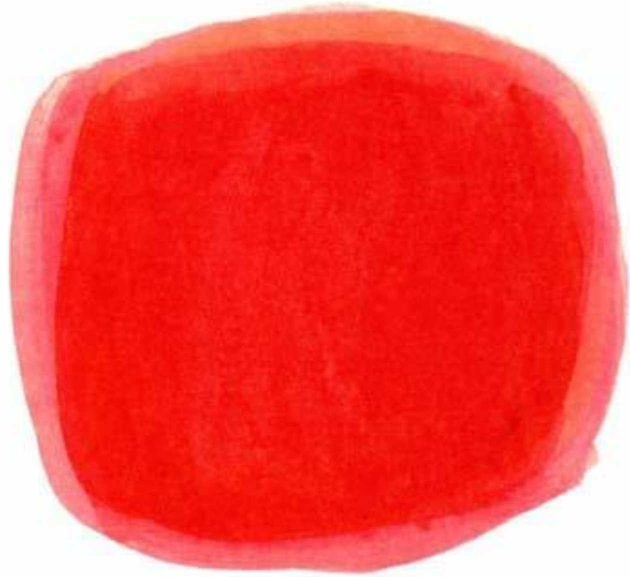
ঘোড়া বেচারা এমন ভয় পেলো যে সে এক লাফ মারলো শূন্যে, আর জেনারেল মাটিতে কুপোকাত! ঘোড়াটা টগবগিয়ে বনের ভিতর পালিয়ে গেলো।





জেনারেল পড়েছিলেন নরম ঘাসের উপর তাই তাঁর একটু-ও ব্যাথা লাগেনি। কচি ঘাসের গন্ধ তাঁর এতই মিষ্ঠি লাগছিলো যে তাঁর নড়তেই ইচ্ছা করছিলো না। উনি একটুখানি ঘাস মুখে নিয়ে, নরম রোদ্দুরে আরামে শুয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ।





এই ভাবে অনেকটা সময় কেটে গেলো। হঠাৎ জেনারেলের খেয়াল হলো, এবার তাঁর ক্যাম্প-এ ফেরা উচিত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি উঠে পড়লেন আর জোরকদমে হাঁটতে শুরু করলেন।

এই পথ দিয়ে জেনারেল আগে-ও গিয়েছেন, কিন্তু সব সময় এতো-ই তাড়া ছিল যে অনেক কিছু-ই তাঁর চোখে পড়েনি। এই বার তিনি দেখতে পেলেন - কাঠবিড়ালি আর খরগোশের দল, মেঠো ইঁদুর, সজারু, নানারকমের পাখি। এমন কি কিছুক্ষণ হাঁটার পর, একটা ময়ূর-ও চোখে পড়লো!







শুনতে পেলেন পাখিদের কিচিরমিচির। আর হঠাৎ তার চোখ একটা মাঠ ভরতি রংবেরঙের ফুল। এর আগে কখনো উনি এতো অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখেননি। এত রকমের ফুল জেনারেল কখনো কল্পনা-ও করেননি, সেই সব ফুলের এমন সব রং যা শিল্পীরা স্বপ্নেও দেখতে পান না।

জেনারেল যোধপুর কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে সেই ফুলের গালিচার মাঝখানে বসে পড়লেন। দেখলেন মৌমাছিরা ফুলের রেনু সঞ্চয়নে ব্যস্ত - এই ভাবেই তারা মধু তৈরি করে। জেনারেলের মনে হলো - এই একটা মৌমাছি বুঝি তাঁর নাকের ওপর এসে বসবে! কিন্তু মৌমাছিরা এতো-ই তাদের কাজে ব্যস্ত যে এই হোমরাচোমরা জেনারেল-কে পাত্তা-ই দিলো না!







জেনারেল সাহেব অনেকক্ষণ ফুল আর মৌমাছিদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। এত শান্ত পরিবেশ! আগে তো কখনো লক্ষ্য করেন নি, কেন কে জানে?

তারপরে জেনারেল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন - আহা রে! উনি যে এই ফুলগুলোর ওপর বসেছিলেন! ফুলগুলো সব চেপ্টে গেছে যে - কি কষ্ট! এই মাঠ-ভরা ফুল ছেড়ে উঠতে জেনারেলের একেবারে-ই ইচ্ছা করছিল না - কিন্তু সৈন্যদের কাছে তো তাকে ফিরতেই হবে। জেনারেল দুটো ফুল তুলে নিলেন।





জেনারেল যখন ক্যাম্প-এ পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তিনি জানালার ধারে একটা জল-ভরা গ্লাসে ফুল দুটো রেখে, শুয়ে পড়লেন।

দিনের বেলা যে সব অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখেছিলেন - সেই পাখি, জন্তুজানোয়ার, সেই সূর্য আর সেই ফুল - সব তাঁর স্বপ্নে এলো। তারপর তিনি দেখলেন হাজার হাজার সৈন্য - মার্চ করতে করতে চলেছে। আর সেই বিচ্ছিরি আওয়াজ শুনে পশু পাখিরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর সৈন্যদের বুট-এর ঘায়ে ফুলগুলো সব চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। জেনারেলের প্রচণ্ড রাগ হলো, আর ঘুম গেলো ভেঙে। তিনি চিৎকার করে সৈন্যদের বললেন, "আরে থামো! থামো!" তারপরে-ই বুঝতে পারলেন তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। পাশ ফিরে ঘুমোনোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘুম আর এলো না।





জেনারেল জানতেন যে তিনি আর তার সৈন্যরা অনেক বার হাজার হাজার ফুলের ওপর দিয়ে মার্চ করে গিয়েছেন, বনের নানা পশুপাখিদের অযথা ভয় দেখিয়েছেন। জেনারেল মনে মনে বললেন "আমি আর কখনো কোনো প্রাণীকে ভয় দেখাবো না। আর ফুল-ফল, গাছ-পালা - যে সব জিনিস-এ প্রাণ আছে, সেই সব জিনিসের যত্ন নেবো।"



পরের দিন সকালে তিনি সব সৈন্যদের ডেকে বললেন যে তিনি চান সবাই সেনাবাহিনী ছেড়ে বাড়ি ফিরে, নিজের নিজের কাজ করুক। তারা এমন কিছু করুক যাতে তাদের দেশ হয়ে ওঠে পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর দেশ। সবাই ভারী খুশি হলো। কিন্তু সব চেয়ে খুশি হলেন জেনারেল যোধপুর। আর তারপর?



চাষীরা তাদের ক্ষেতে কাজ শুরু করলো। বীজ রোপণ করে, ফসল কাটার অপেক্ষায় রইলো।





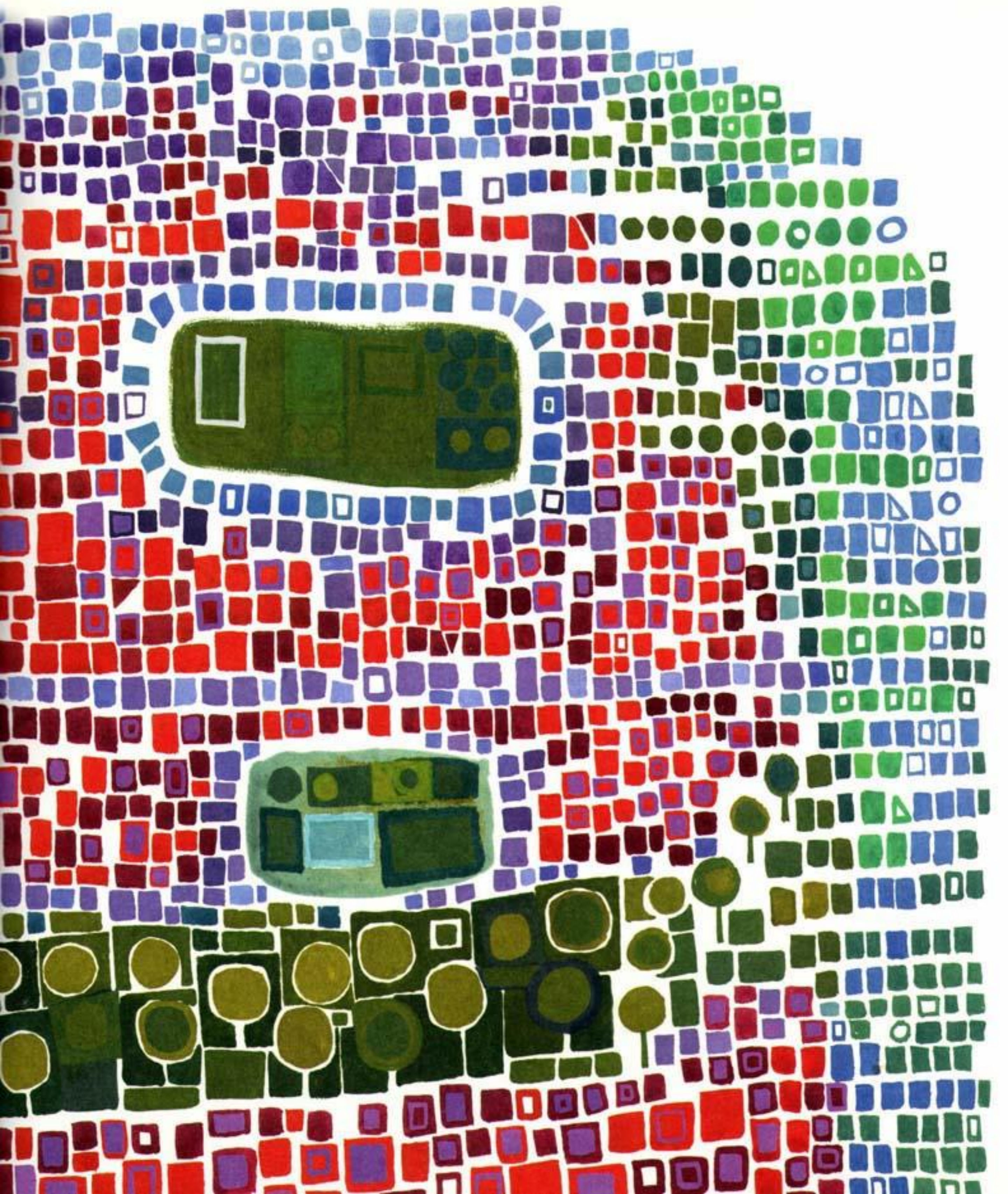
জেলেরা জাল নিয়ে মাছ ধরতে বেরোলো।

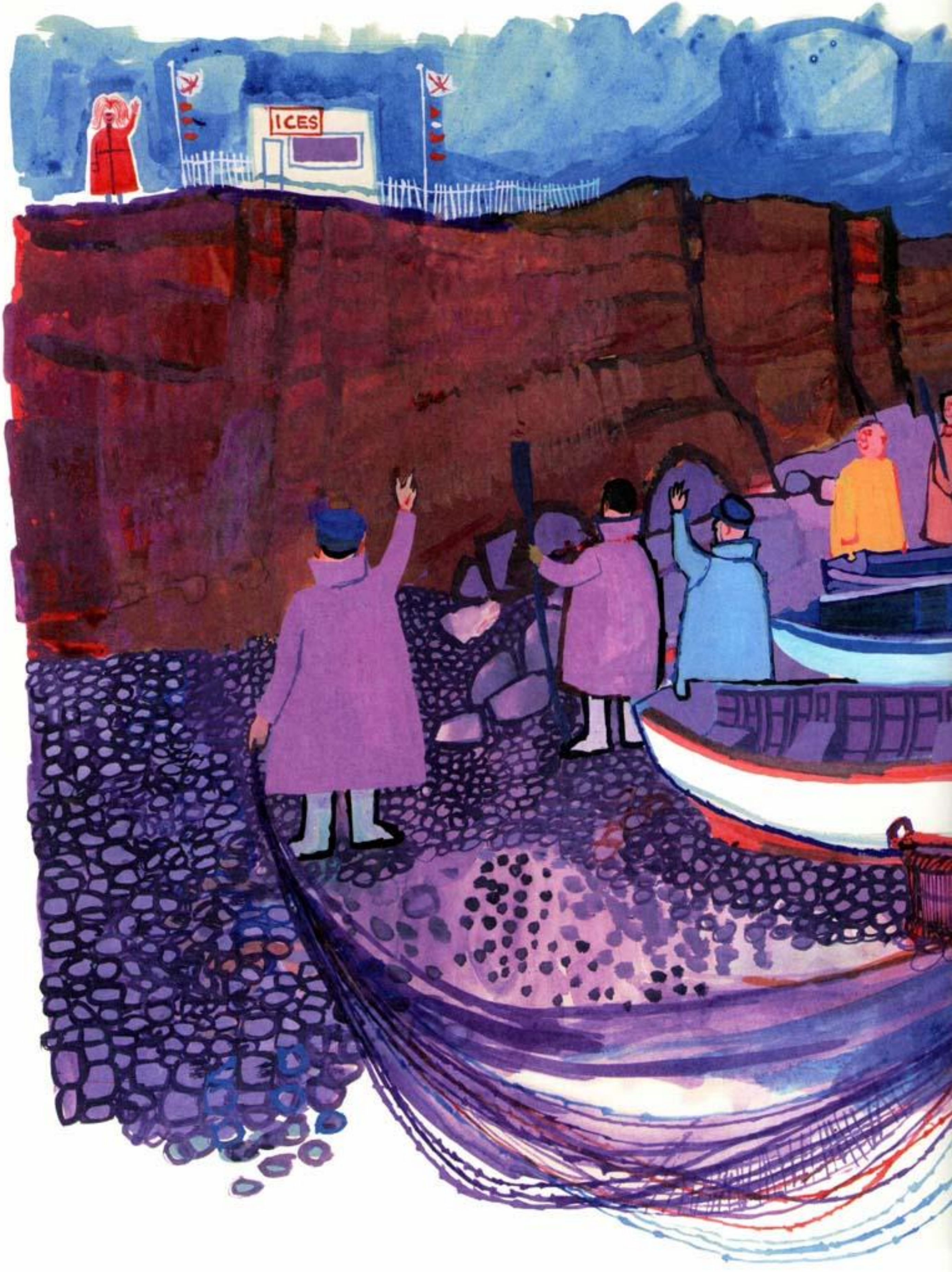


জেনারেল সাহেব আদেশ দিলেন যে তাঁর ক্যাম্পকে একটা শহর –এ পরিবর্তন করা হোক।



সেই শহরে থাকবে দোকান-পাট, বাচ্চাদের স্কুল, পার্ক আর খেলার মাঠ।




ICES



চারি দিকের ব্যাপার–স্যাপার দেখে জেনারেল সাহেব তো ভীষণ খুশি। উনি প্রায় রোজ–ই সব কাজ কেমন চলছে দেখতে যেতেন – আর তাঁকে দেখে সকালে খুব খুশি হতো

আর রোজ-ই জেনারেল সাহেব আর একটা জায়গায় যেতেন –যেখানে উনি প্রথমবার অনেক নাম না জানা ফুল দেখেছিলেন। এখন শীতকাল, তাই এখন ওখানে কোনো ফুল নেই। তবুও এখানে এলেই জেনারেল সাহেব-এর চোখ জুড়িয়ে যেত - খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে স্পর্শ করতেন। তিনি জানতেন বসন্তকাল এলে-ই আবার ফুল আসবে।







অবশেষে শীতকাল ফুরোলো। সারা এলাকাটা আবার ফুল-এ ভরে গেলো। গাছে গাছে নুতন পাতা দেখা দিলো। আর চাষীদের ক্ষেতে বোয়ানো বীজগুলো তাদের প্রথম শাখা মেলে দিলো।



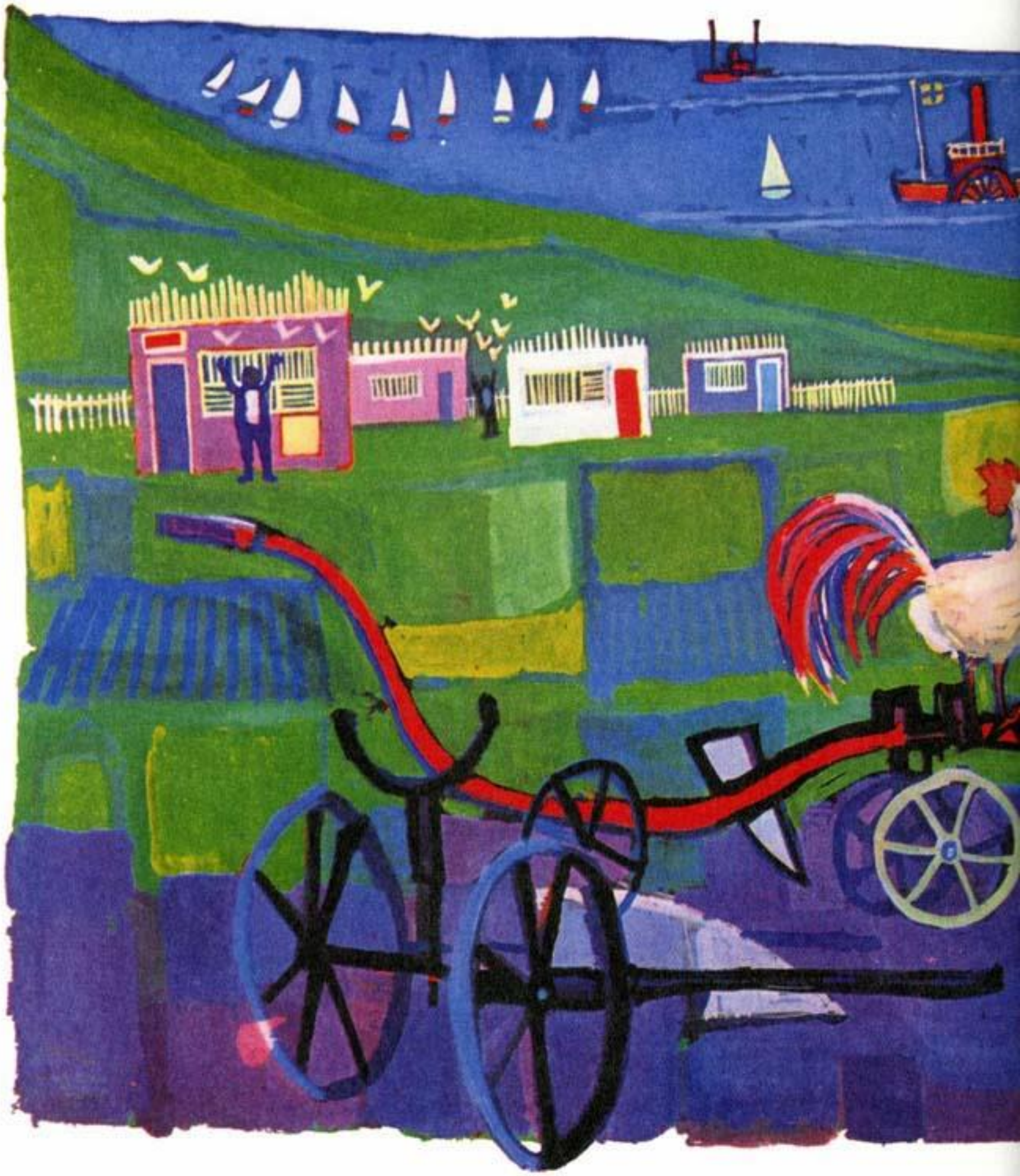
ধীরে ধীরে শস্য ক্ষেত ভরে উঠলো। ফলের বাগান ভরে গেলো ফলে। ভোরবেলায় যখন সমুদ্রের গায়ে রোদ্দুর ঝিলিক দিতো, তখন জেলেরা গান গাইতে গাইতে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তো।

এক দিন জেনারেল সাহেব-এর কাছে দুটো চিঠি এলো - চিঠি দুটো বেশ জরুরি মনে হলো। একটি পৃথিবীর পূব দেশ থেকে, নামকরা জেনারেল নিকোলাই মার্কোভিটস-এর লেখা। আর অন্যটি পৃথিবীর পশ্চিমের দেশ থেকে লেখা - বিখ্যাত জেনারেল কাস্টার্ড-এর চিঠি। দুই জেনারেল-ই শুনেছেন যে জেনারেল যোধপুর-এর দেশে আজব সব ব্যাপার ঘটছে - দুজনে-ই তা স্বচক্ষে দেখতে চান।

জেনারেল যোধপুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিমন্তন্ন করলেন এসে তাঁর দেশ পরিদর্শন করতে। যখন জেনারেল মার্কোভিটস আর জেনারেল কাস্টার্ড এসে পৌঁছলেন, একটি ব্রাস ব্যান্ড বাজিয়ে তাদের অভ্যর্তনা করা হলো। তারপর জেনারেল যোধপুর খুব গর্বের সাথে, খুব যত্ন করে, ওদের দুজনকে সারা দেশ ঘুরিয়ে দেখালেন।







জেনারেল যোধপুর তার দুই অতিথিকে তার ফলের বাগান, ফুলের বাগান, বন-জঙ্গল, শস্য ভাড়া ক্ষেত আর আর চমৎকার শহরের সুন্দর সুন্দর পার্ক আর খেলার মাঠ দেখালেন।





দুই অতিথি দেখলেন যে এখানকার লোকেরা পশুপাখিদের ভালোবাসে, তাদের কক্ষনো ভয় দেখায় না। সব শেষে, জেনারেল যোধপুর তাদের সেই মাঠে নিয়ে গেলেন যেখানে তিনি প্রথম নানান রঙের ফুল দেখেছিলেন।

মাইলের পর মাইল, যত দূর দেখা যায়, মনে হচ্ছে যেন সেই মাঠে রংবেরংগের একখানা গালিচা পাতা। তিন জেনারেল সেখানে বসলেন - খুব সাবধানে, যাতে কোনো ফুল চেপ্টে না যায় - আর তিন জনেই একে অপরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। "বাহ্ - খুব সুন্দর ভাবনা!" জেনারেল কাস্টার্ড বললেন, "তুমি তো তোমার দেশকে পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর দেশ করে তুলেছো।"



"আর তোমার দেশের মানুষ তো সব থেকে সুখী।" জেনারেল নিকোলাই মার্কোভিটস বলে উঠলেন। "জেনেরাল জোধপুর তুমি পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা জেনারেল!"





আর পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা জেনারেল ফুলের ওপর শুয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে হেসে উঠলেন।



প্রকাশকের বক্তব্য

জ্যানেট চার্টার্স (আবিস) ১৯৩৮-এ ইংল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে। তিনি বড়ো হয়ে ওঠেন স্নায়ুযুদ্ধের সেই অনিশ্চিত সময় আর পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার আবহাওয়ায়। সেই কারণে জ্যানেট ছোটবেলার থেকে-ই অনুভব করেছিলেন যে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখা কত শক্ত।

মাইকেল ফোরম্যান-এরও জন্ম ইংল্যান্ড-এ ১৯৩৮-এ। তিনি বড়ো হয়েছিলেন যুদ্ধের সময় তাই পৃথিবী যে কখনো যুদ্ধ মুক্ত হতে পারে তিনি ধারণাই করতে পারতেন না। ছোটবেলায় এক দিন রাতে যখন তিনি ঘুমিয়েছিলেন তখন ছাদ ফুঁড়ে একটা বোমা এসে পরে - এটা তার স্পষ্ট মনে আছে। বোমাটা তাঁর খুব কাছে পরেছিলো, ঘরের মেঝে-তে লাফ খেয়ে, মেঝে ফুঁড়ে নিচের ফায়ার প্লেস-এ পরে আর চিমনীর ভেতর গিয়ে ফেটে যায়। যুদ্ধের পরে, মাইকেল ভেবেছিলেন যে এবার বোধহয় সকলে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে - কিন্তু তাঁর কৈশোর কাটে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায়।

জ্যানেট আর মাইকেল চেয়েছিলেন তাদের প্রথম বই, দ্যা জেনারেল-এ এমন একটা প্রাণবন্ত গল্প বলবেন যা পড়ে ছোটরা মজা পাবে আর সেই সঙ্গে তাদের মনে পৃথিবী সম্বন্ধে একটা সংবেদনশীল ধারণা গড়ে উঠবে।
আজ পঞ্চাশ বছর পরে-ও এই বইটি যেন আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ - কারণ এখন যে শুধু শান্তির প্রয়োজন তা নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশ-কে সংরক্ষন করবার-ও বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই গল্প সেই কথা-ই বলে।

জ্যানেট চার্টার্স (আবিস) সেন্ট মার্টিন'স স্কুল অফ আর্ট-এ পড়াশোনা করেন - ওখানে-ই তাঁর মাইকেল ফোরম্যান-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। জ্যানেট লন্ডন-এ থাকেন - তাঁর দুই সুন্দর বেড়াল নিয়ে। তাঁর বাগানটা একটু বুনো। জ্যানেট এখনো ছবি আঁকেন আর ছবির এক্সিবিশন করেন।

মাইকেল ফোরম্যান মাত্র পনেরো বছর বয়সে কলা বিভাগের পূর্ণ কালীন ছাত্র ছিলেন। তাঁর ডিসাইন করা নানা ছবির বই-এর জন্য তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া তিনি শেক্সপীয়ার, চার্লস ডিকেন্স,অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখক-দের বই চিত্রিত করেছেন।



বহু বছর আগে, এক জেনারেল সগর্বে তার ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে হঠাৎ তিনি ঘোড়ার থেকে মাটিতে পড়ে যান আর অনেক অপরূপ সুন্দর ফুল তাঁর চোখে পরে। সেই দিন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে পৃথিবীকে তিনি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করে তুলবেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, পৃথিবীতে স্নায়ু যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, দুজন আর্টিস্ট বাচ্চাদের জন্য এক নতুন স্বাদের বই রচনা করেন।

এই বইতে যুদ্ধের ক্ষতিকর ফল আর পরিবেশ দূষণের ফল - উভয়ের কথা-ই আছে। সেই বছর জন এফ. কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং সেই বছর বারাক ওবামা জন্ম গ্রহণ করেন।

এতো বছর পরেও এই বইয়ের তাৎপর্য একটু-ও কমেনি - এ যেন আমাদের সময়-এর গল্প ।

